সংবাদ

25 JAN 2017

শিক্ষক আন্দোলনে অচল কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষার দাবিতে ফটকে তালা শিক্ষার্থীদের

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে ক্যাম্পাস। এ অচলাবস্থা নিরসন করে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে গতকাল প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এদিকে ছাত্র ও শিক্ষকদের পরস্পরবিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় স্থবির হয়ে পড়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। এ অবস্থায় বেশ কয়েকজন অভিভাবক বলছেন, শিক্ষকদের দলাদলি ও বাইরে সংঘটিত ঘটনায় ক্যাম্পাসে আন্দোলনের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা সেশনজটের কবলে পড়ে এর খেসারত দিচ্ছে– এটা কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না।

জানা যায়, গত ১৭ জানুয়ারি গভীর রাতে দুই শিক্ষকের বাসায় পরিকল্পিত হামলার দ্রুত রহস্য উদ্ঘাটন করে দোষীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি, শিক্ষক লাঞ্ছনায় অভিযুক্ত ডিন এমএম শরীফুল করীমকে তদন্ত চলাকালীন সময়ে সকল পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া, শিক্ষক লাঞ্ছনায় গঠিত তদন্ত কমিটিতে শিক্ষকদের প্রতিনিধি শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, বিভিন্ন ঘটনায় বিতর্কিত নবনিযুক্ত প্রক্টর ড. কাজী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিনকে সকল ধরনের প্রশাসনিক পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং গত বছরের ১ আগস্ট ঘটে যাওয়া খালেদ সাইফুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত করাসহ ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। অপরদিকে ক্লাসে ফেরার দাবিসহ ১১ দফা দাবি নিয়ে ৩য় দিনের মতো মঙ্গলবারও ক্যাম্পাসের কাঁঠাল তলায় ও মূল ফটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ সময় ক্লাসে ফেরার শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

শিক্ষক : আন্দোলনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাবিতে তারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। ৩য় দিনেও কোন আশ্বাস না পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এর আগে গত রোববার শিক্ষকদের বাসায় হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা চালুর দাবিতে তারা মানববন্ধন করে।

এদিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এসব আন্দোলন ও সমস্যা সমাধানে উপাচার্যের পক্ষ থেকে কোন প্রকার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে আন্দোলনকারীরা। এসব বিষয় নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে উপাচার্যের সাথে আলোচনার প্রস্তাব কিংবা চেষ্টা করা হলেও তা উপাচার্য আমলে নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে শিক্ষার্থীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এবং এ নিয়ে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। মোশাররফ হোসেন, আবদুর রব, হারুন-অর রশীদসহ কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ক্যাম্পাসের বাইরে শিক্ষকের বাসায় সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের আন্দোলনের নামে ক্লাস বর্জন এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এখানে শিক্ষকদের দলাদলি ও আন্দোলনের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা সেশনজটের কবলে পড়ে এর খেসারত দিচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ নুরুল করিম চৌধুরী জানান, আন্দোলনের কারণে গত সোমবার স্নাতক পর্যায়ে ফার্মেসি, পদার্থ বিজ্ঞান, লোক প্রশাসন বিভাগের ১টি করে চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয় এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ১টি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এর আগে শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম দিন রোববার ৫টি বিভাগের মোট ৬টি চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আবু তাহের বলেন, আমরা উপাচার্য মহোদয়ের সাথে দেখা করে এসব বিষয় সুরাহার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু তিনি দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ নেননি, তাই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়ে কুবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আলী আশরাফ বলেন, উদ্ভূত সংকট নিরসনের লক্ষ্যে চেষ্টা চলছে, শীঘ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।